ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৮০

মোহনপুর,২৮ জুন,২০২৫

হেজামারা ও মোহনপুর ব্লকভিত্তিক মেগা জনসচেতনতামূলক ও প্রশাসনিক শিবিরে কৃষিমন্ত্রী
রাজ্য সরকার এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে
প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে

ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেবাপুরে হেজামারা ও মোহনপুর ব্লকভিত্তিক মেগা জনসচেতনতামূলক ও প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্য সরকার এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছে। ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের মাধ্যমে আয়োজিত শিবিরগুলির মাধ্যমে জনগণ রেশনকার্ডে নাম যুক্ত করা, আধার কার্ড আপডেট করা, চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সার্টিফিকেট নেওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জাতি জনজাতি গোষ্ঠীর জনগণকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। শিবিরের মাধ্যমে এইসব বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, হেজামারা বি.এ.সি.-র ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন দেববর্মা, সমাজসেবী মঙ্গল দেববর্মা, কার্তিক আচার্য, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, রীণা দেববর্মা, হেজামারা ব্লকের বি.ডি.ও. মানস মুড়াসিং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর ব্লকের বি.ডি.ও. ধৃতি শেখর রায়। শিবিরে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫ জনকে ট্রাক্টর, ২০০টি বিভিন্ন ফলের চারা, মৎস্য দপ্তর থেকে ৫টি মাছ ধরার জাল এবং ২০ জন মৎস্যচাষিকে মৎস্যচাষের পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৩ জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট, ২০টি ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও ১০টি এস.টি. সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪৫টি এস.টি. সার্টিফিকেট ও ৬২টি পি.আর.টি.সি.-র জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ৪টি রেশন কার্ডে নতুন নাম নথিভুক্তকরণ ও ১৪টি আধার কার্ড আপডেট করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩১৮টি গৃহপালিত প্রাণী ও পাখির জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭৯ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া ৩৭ জনের আয়ুষ্মান কার্ড রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। শিবিরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

*****